দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 26 SEP 1996 ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ... ১

15

পরীক্ষায় নকল প্রতিরোধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইতেছে

মোড়ল নজরুল ইসলাম ॥ এসএসসি, এইচএসসিসহ বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডের আওতায় বিভিন্ন ফাইনাল পরীক্ষায় নকল প্রতিরোধে সরকারীভাবে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের পদক্ষেপ নেওয়া হইতেছে। ইতিমধ্যেই শিক্ষা মন্ত্রণালয় কিভাবে

(১১শ পৃঃ ৭-এর কঃ দ্রঃ)

পরীক্ষায় নকল

(১ম পৃঃ পর)

পরীক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীদের নকল প্রতিরোধ করা যায় তাহা নিয়া বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণসহ নূতন ফর্মুলা উদ্ভাবনের চিন্তা-ভাবনা করিতেছে। এই উপলক্ষে গতকাল (বুধবার) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে বিভিন্ন বোর্ডের চেয়ারম্যান, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ এক বৈঠকে মিলিত হন। শিক্ষা সচিব আবদুল্লাহ হারুন পাশার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে স্কুল-কলেজ পর্যায়সহ বিভিন্ন শিক্ষা-কোর্সে ছাত্র-ছাত্রীদের নকল প্রতিরোধের ব্যাপারে ব্যাপক আলোচনা হয়। দায়িত্বশীল সূত্রে জানা যায়, এসএসসি পরীক্ষায় নকল প্রতিরোধে থানা সদরের বাহিরে এসএসসি পরীক্ষা কেন্দ্র না স্থাপনের সিদ্ধান্ত, পরীক্ষা কেন্দ্রে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থার নিশ্চয়তা প্রদান, ছাত্র-ছাত্রীদের নকল করার সুযোগ দেওয়ার জন্য দায়ী শিক্ষকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের পক্ষে মত দেওয়া হয়। তবে জেলা প্রশাসন এসএসসি পরীক্ষা কেন্দ্রে পর্যাপ্ত নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিলে থানা সদরের বাহিরেও পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করা যাইবে এমন অভিমত দেওয়া হয়। সূত্রটির মতে পরীক্ষায় নকল প্রতিরোধের মত একটি দুরূহ কাজ করা সহজ নয়। নকল প্রতিরোধে চূড়ান্ত কার্যক্রম গ্রহণের ক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয় আরও কয়েক দফা আলোচনা করিবে।

এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা পর্যায়ে নকল প্রবণতা মারাত্মক আকার ধারণ করিয়াছে। নকল রোধে বিগত সরকারের আমলে স্থানীয় পর্যায়ে ও কেন্দ্রীয় পর্যায় হইতে উদ্যোগ গ্রহণ সত্ত্বেও নকল প্রতিরোধ সম্ভব হয় নাই। পরীক্ষায় নকল একটি কালব্যাধির মত হইয়া দাড়াইয়াছে। পরীক্ষা কেন্দ্রে শত শত ছাত্রকে বহিষ্কার নকল রোধের ক্ষেত্রে তেমন সহায়ক হইতেছে না। এই ক্ষেত্রে অনেক শিক্ষাবিদের ধারণা যে সকল ছাত্র-ছাত্রী নকলের আশ্রয় নেয় তাহারা মনে করে বিশেষ কাজটি অত্যন্ত নিখুঁতভাবে সম্পন্ন হইতেছে, ধরা পড়ার সম্ভাবনা কম। এক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত অনভিজ্ঞ ও অতি সাহসী পরীক্ষার্থীরা ধরা পড়ে। তবে পরীক্ষা কেন্দ্রে নিযুক্ত শিক্ষক যদি পক্ষে থাকেন অথবা নকলের বিষয়টি এড়াইয়া যান তাহা হইলে নকলের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। বিশেষ করিয়া মফস্বল এলাকার পরীক্ষা কেন্দ্রসমূহে নকল চলে মোটামুটি অবাধে। ইহা ছাড়া পর্যাপ্ত নিরাপত্তা না থাকিলে পরীক্ষা পরিদর্শক অনেক সময় ভয়ে কিছু বলিতে চান না। বছরের পর বছর চলিতেছে পরীক্ষা কেন্দ্রে অব্যবস্থা ও নকল প্রবণতা। ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের যথাযথ মেধার বিকাশ ঘটিতেছে না, ভাল ছাত্ররা ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। দায়িত্বশীল সূত্রে বলা হয়, বর্তমান সরকার যে কোন মূল্যে পরীক্ষায় নকল প্রতিরোধে সম্ভাব্য সব কিছু করিবে। এই ক্ষেত্রে স্থানীয় জনগণের ও অভিভাবকদের সহযোগিতা প্রয়োজন। পাশাপাশি পরীক্ষা গ্রহণ ও পরিচালনার ক্ষেত্রেও সংস্কার করা হইবে।